তারিখঃ ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০২০

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারার অপব্যবহার রোধে আপীল বিভাগের প্রদত্ত নীতিমালা সমুহের বাস্তবায়নে রাষ্ট্রপক্ষের বিরোধিতার সুস্পষ্ট কারণ জানতে চেয়ে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের নির্দেশ প্রদান

প্রায় ১৭ বছর পর, আজ ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০২০ তারিখ ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারার অধীনে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়া আটক এবং রিমান্ড প্রদানের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট এর ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে মহামান্য হাইকোর্ট ও আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নীতিমালা প্রয়োগের বিরোধিতা করে রাষ্ট্রপক্ষের দায়েরকৃত সিভিল রিভিউ পিটিশন (৪১/২০১৭) এর শুনানী শেষে বিরোধিতার সুস্পষ্ট কারণ জানতে চেয়েছেন মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ।

ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারার অধীনে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক অপরাধ সংগঠিত হতে পারে এই সন্দেহ বশতঃ কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়া আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের অযুহাতে রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন ও নিপিড়ন বন্ধে মহামান্য হাইকোর্ট বিগত ২০০৩ সালে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ১৫টি নির্দেশনা প্রদান করেন। পরবর্তীতে ২০১৬ সালে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারা সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বিধায় মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের দায়ের করা আপীল খারিজ করে হাইকোর্টের পুর্বের প্রদত্ত রায়টি কিছু পরিবর্তনসহ বহাল রেখেছেন।

মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য ১০টি এবং ম্যাজিস্ট্রেট, বিচারক এবং ট্রাইবুন্যালকে অপরাধ আমলে নেয়ার ক্ষমতা প্রদান করে ৯টি নীতিমালা প্রদান করেছেন। উক্ত রায়ের বিরোধিতা করে রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক একটি রিভিউ পিটিশন দায়ের করা হয়। আজ ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০২০ তারিখ আপীল বিভাগ সরকারকে এই নীতিমালার বিরোধিতার সুনির্দিষ্ট কারণ ও উক্ত নীতিমালা পরিবর্তনের সুপারিশসমুহ অর্ন্তভুক্ত করে তা পরবর্তী শুনানীর ১৬ এপ্রিল ২০২০ তারিখের পূর্বে সংক্ষিপ্ত বিবৃতি আকারে প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেন।

ফৌজদারী কার্যবিধি ৫৪ ধারার অধীনে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়া নির্বিচারে আটক বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৭, ৩১, ৩২, ৩৩ ও ৩৫ (৫) এবং আন্তর্জাতিক নির্যাতন প্রতিরোধ সনদ ১৯৮৪ ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার সনদ ১৯৬৬ এর সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় আবেদনকারীগণ ২০০৩ সালে এই জনস্বার্থে মামলাটি দায়ের করেন।

মামলায় রিট আবেদনকারী ব্লাস্ট, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এবং সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের পক্ষে শুনানী করেন ব্যারিস্টার সারা হোসেন এবং এডভোকেট ইদ্রিসুর রহমান। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম।

আরো জানতে যোগাযোগ করুনঃ

মাহবুবা আক্তার
উপ-পরিচালক,অ্যাডভোকেসি ও কমিউনিকেশন, ব্লাস্ট
ইমেইল-mahbuba@blast.org.bd